অটো পাশ নিয়ে যে কঠোর বার্তা দিলেন নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ২০:২৭, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নবনিযুক্ত শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, মব তৈরি করে পরীক্ষা স্থগিত করা বা অটো পাস নেওয়ার সংস্কৃতি কখনোই কাম্য ছিল না। বর্তমান সরকার এ ধরনের ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করবে।

বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দায়িত্ব গ্রহণের দ্বিতীয় কার্যদিবসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, অতীতে কী ঘটেছে সে বিতর্কে না গিয়ে সরকার ইশতেহারে ঘোষিত ভিশন ও মিশন সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করার দিকে গুরুত্ব দেবে। প্রতিমন্ত্রী লিখিতভাবে সেই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে সতর্কতা

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র প্রস্তুত রয়েছে। বিতরণ প্রক্রিয়ায় যেন কোনো জটিলতা না হয় এবং পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে পরবর্তীতে আরও বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হবে।

শিক্ষকদের আন্দোলন প্রসঙ্গ

এর আগে একই মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে আহছানুল হক মিলন বলেন, ২০০১ সালে দায়িত্ব নেওয়ার সময় তিনি বরিশাল শিক্ষা বোর্ড গঠন করেছিলেন এবং একজন পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষকে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। এতে বিসিএস শিক্ষা প্রশাসনের কিছু নেতা আপত্তি জানিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, শিক্ষা বোর্ড একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, এটি শ্রেণিকক্ষ নয়। প্রশাসন পরিচালনা করা তার দায়িত্ব, আর শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন—আন্দোলনে যুক্ত হবেন না।

দাবি-দাওয়া ও সরকারের অবস্থান

শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, তাদের দাবিগুলো সরকার বিবেচনা করবে। তবে রাজপথে নেমে দাবি আদায়ের প্রয়োজন নেই। কোন দাবি বাস্তবসম্মত এবং কোনটি নয়—তা সরকার জানে। শিক্ষকরা জাতি গঠনের কারিগর, সরকার তাদের পাশে রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও দাবি করেন, অতীতে দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্য মন্ত্রণালয়ের মতো নয়।

কারিকুলাম পর্যালোচনা

বর্তমান পাঠ্যক্রম বহাল থাকবে কি না—এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কারিকুলাম পর্যালোচনা করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন আনা হবে। এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-এর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও মানোন্নয়নে সরকার কঠোর অবস্থানে থাকবে বলেও তিনি জানান।